জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ

কিংবদন্তি প্রকৌশলী, স্থপতি, তথ্য প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী গত ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার ভোর রাতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৪৩ সালের ১৫ নভেম্বর অবিভক্ত আসামের সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবিদ রেজা চৌধুরী এবং মা হায়াতুন্নেছা চৌধুরী দম্পতির ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে ৩য় সন্তান জামিলুর রেজা চৌধুরী।

১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকার গ্রেগরিজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (বর্তমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগ থেকে সম্মানসহ ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। মাত্র ২০ বছরে জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৬৩ সালের ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটে পুরকৌশল বিভাগে প্রভাষক হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পাটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে দেশমাতৃকাকে ভালবেসে দেশে ফিরে আসেন।

বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার আসে। যারা বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। ১৯৬৮ সালে বুয়েটে প্রথম কম্পিউটার শিক্ষা শুরু হয়। তিনি বুয়েটের কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন (১৯৮২-১৯৯২) দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশে কম্পিউটার শিক্ষার বিস্তার ও ব্যবহারে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০০১ সালে বুয়েটের বর্ণাঢ্য অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দীর্ঘদিন (২০০১-২০১০) দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দেশের সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে নিয়ে আসেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রসারে অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং এ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্ট্রিটিউশন কর্তৃক স্বর্ণ পদক (১৯৯৮), গবেষণা এবং শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য বুয়েট থেকে পান ড. রশিদ স্বর্ণ পদক (১৯৯৭), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের জন্য রোটারির সীড এ্যাওয়ার্ড (২০০০), লায়নস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য স্বর্ণ পদক (১৯৯৯), বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি স্বর্ণপদক (২০০৫), শেলটেক পুরস্কার (২০১১), কাজী আজহার আলী স্বর্ণপদক (২০১১), ডাঃ ইব্রাহিম মোমোরিয়াল স্বর্ণপদক (২০১২), জাইকা (জাপান) প্রেসিডেন্ট পদক (২০১৩) সহ আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রদান করে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে।

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, উচ্চ শিক্ষা এবং সুশীল সমাজের উচ্চ শিখরে অবস্থান করলেও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর রয়েছে অসামান্য অবদান। সারাদেশে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। বিগত এক দশক ধরে তিনি আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব-বাংলাদেশ) এর উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসময়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বল্প ব্যয়ে **'Empowerment Model for Quality Education in Rural High Schools'** মডেলের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন। ভাব বাংলাদেশ তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

২০১৭ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন একুশে পদক। ২০১৮ সালের ১৯ জুন বাংলাদেশ সরকার ৫ বছরের জন্য তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর অবদান অসামান্য। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংঙ্গালী জাতি থাকবে ততদিন তাঁর কর্মের মাঝে এক জলজ্বলে তারকা হয়ে থাকবেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক ছিলেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, এক নাতি ও আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব-বাংলাদেশ) এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভরি শোক ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করেন। আমিন।